গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং-স্বাপকম/চিশি-২/বিবিধ-৮/২০১৪/৭২০ তারিখঃ-১৫-০৩-২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০১৫ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০১৫ এর খসড়ার উপর আগামী ১৫-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সর্ব সাধারণের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত আইনটির খসড়ার এক প্রস্থ নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ- বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০১৫ এর খসড়া।

(বদরুন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৫৬৬৯০

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুলিপিঃ
০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। অতিরিক্ত সচিব (চিশি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩। যুগ্ম সচিব (চিশি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৫

স্বাস্থ্য সেবার নিয়োজিত চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন;

যেহেতু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১।(১) এই আইন বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) অ্যাসেসর অর্থ প্রমিত মান নিরুপনের জন্য বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) এ্যাক্রেডিটেশন অর্থ নির্ধারিত মানদ-- উত্তীর্ণ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(গ) এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এ্যাক্রেডিটেশন সনদ;

(ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন মার্ক অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন চিহ্ন;

(ঙ) চেয়ারম্যান অর্থ কাউন্সিল চেয়ারম্যান;

(চ) 'কাউন্সিল' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(ছ) ''তফসিল'' অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(জ) ''নির্ধারিত'' অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত, অথবা অনুরূপ বিধি বা প্রবিধান প্রনীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বা কাউন্সিল কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) ''স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান'' অর্থ হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ক্লিনিক/ নার্সিং হোম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান;

(ঞ) ''চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' বলিতে চিকিৎসক, সেবক, চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদসহ সকল স্বাস্থ্য পেশাজীবীর স্নাতকপূর্ব, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(ট) পরিদর্শন সংস্থা অর্থ বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত পরিদর্শনকারী সংস্থা;

(ঠ) প্রবিধান অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ড) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অর্থ বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত কোন শিক্ষাক্রম বা কার্যক্রমের আওতায় কোন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষাদান কর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঢ) ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of ১৮৯৮);

(ণ) ব্যক্তি অর্থ যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোন সংস্থা ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ত) ''কাউন্সিল'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(থ) বিধি অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(দ) ভাইস চেয়ারম্যান অর্থ কাউন্সিল ভাইস চেয়ারম্যান;
(ধ) প্রধান নির্বাহী পরিচালক অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;
(ন) সনদ প্রদানকারী সংস্থা অর্থ বিভিন্ন পণ্য অথবা সেবার উপর অথবা বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তি কর্তৃক সনদ প্রদানকারী সংস্থা;

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাউন্সিল

এ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠা ৩।(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কাউন্সিল, একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষ, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কাউন্সিল, ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কাউন্সিল প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি ৪। (১) কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থকিবে।

(২) কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কাউন্সিল গঠন ৫। (১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিলটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শীর্ষ পর্যদ হিসাবে কাজ করিবে যার অধীনে '' চিকিৎসা শিক্ষা'' ও ''স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান'' নামে আলাদা ২টি বিভাগ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাঃ- কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :- এই
(ক) মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সংসদ সদস্য;
(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মেডিকেল গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত মেডিকেল বেসিক সায়েন্স এবং ক্লিনিক্যাল বিষয়ের একজন করিয়া স্বনামধন্য অধ্যাপক-চিকিৎসক;
(গ) বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক;
(ঘ) অ্যাটর্নী-জেনারেল-এর একজন প্রতিনিধি;
(ঙ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, পদাধিকারবলে;
(চ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল, পদাধিকারবলে;
(ছ) সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস, পদাধিকারবলে;
(জ) বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক-চিকিৎসক;
(ঝ) বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক- দন্ত চিকিৎসক;
(ঞ) বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল মনোনীত স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন একজন ফার্মাসিস্ট;
(ট) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল মনোনীত স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন একজন নার্স-শিক্ষক
(ঠ) সচিব, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, পদাধিকারবলে;
(ড) সভাপতি, কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ।

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ, ইত্যাদি ৬। (১) কাউন্সিলে একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, তিনি কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার নিয়োগের শর্তাদি কাউন্সিল কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এবং তিনি কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান তাঁহার নিয়োগের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) কাউন্সিলের প্রথম সভায় সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে তিন বৎসর মেয়াদেও জন্য একজন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহন না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

সদস্যপদের মেয়াদ ও পদত্যাগ ৭।(১) ধারা মনোনীত সদস্যগণের পদের মেয়াদ হইবে তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন মনোনীত সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে উক্ত পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত যে কোন মনোনীত সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে উক্ত সদস্যপদের নির্ধারিত মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নুতন মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে।

কাউন্সিলের সভা ৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানবলী সাপেক্ষ, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সভা আহবান করিবেন এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি চার মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কাউন্সিল সভার কোরামের জন্য ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) কাউন্সিল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হইবে!

(৬) কাউন্সিল সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

কমিটি **৯।(১)** কাউন্সিলের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(২) কাউন্সিরের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত উহার ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যসহ ০৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনে "চিকিৎসা শিক্ষা" ও "স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান" নামে আলাদা ২টি বিভাগ মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) প্রত্যেকটি বিভাগে নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠিত হইবে এবং আলাদা আলাদা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। কমিটি সমূহ: (ক) এ্যাক্রিডিটেশন কমিটি (খ) স্ট্যান্ডার্ড কমিটি।

(৪) কাউন্সিল উপরের উল্লিখিত কমিটিসমূহের কার্যবিবরনী চূড়ান্ত করিবে।

(৫) কমিটিসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করিবার জন্য একটি দপ্তর থাকিবে;

(৬) কাউন্সিলের পরিচালনা ও প্রশাসন কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকিবে; এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কাউন্সিল কর্তৃক, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরন কল্পে, গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে;

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিকট দায়ি থাকিবে; এবং কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরন করিবে;

(৮) (১) কাউন্সিল এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে উহার সদস্যদের মধ্য হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারন ও অন্যান্য বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপদ্বারা (১) এর অধীনে গঠিত কমিটিসহূহের সদস্য সংখ্যা, কার্যপদ্ধিতি এবং দায়িত্ব কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কাউন্সিলের কার্যাবলী। **(১০)** কাউন্সিলের কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ

(ক) সকল "চিকিৎসা শিক্ষা" ও "স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান"-কে এই আইনের অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;

(খ) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও মেডিকেল কলেজকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণায়ন ও শর্তসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ণায়ক ও শর্তসমূহের মান উন্নয়ন করা;

(গ) WFME (World Federation of Medical Education) /FAIMER (Foundation for Advancement of International Medical Education & Research) /JCI (Joint Commission International) /JCAHO (Joint Commission on Accredititión of Healthcare Organization)) অনুরুপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও মান অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন পরিচালনা করা;

(ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা প্রদান করা;

(চ) এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসহ সৃষ্টি ও এ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন এবং এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক তথ্যাদির বিস্তারকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানকারী দেশীয় বা বিদেশী সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য এবং গবেষণা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;

(ঞ) উপরে বর্নিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা

তৃতীয় অধ্যায়
এ্যাক্রেডিটেশন সনদ ইত্যাদি

হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেডিকেল কলেজ ও পরিচালনা ১১। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা, আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, "চিকিৎসা শিক্ষা" ও "স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান" অনুমোদন লাভের পরবর্তীতে এই আইনের ধারা ১১ এর অধীনে সকল শর্ত পালন করিয়া এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করিবে।

এ্যাক্রিডিটেশন সনদের আবেদন, ইত্যাদি। ১২। (১) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, ‘‘চিকিৎসা শিক্ষা’’ ও ‘‘স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান’’ ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনায় ইচ্ছুক কোন প্রতিষ্ঠান এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য কাউন্সিলের নিকট প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কাউন্সিলে আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে উহা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক নব্বই দিনের মধ্যে এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি উল্লিখিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী পরীক্ষা ও যাবতীয় বিষয় অনুসন্ধান করিবার পর তদবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট দাখিল করিবে।

এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রদান ১৩। ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাউন্সিল-

(ক) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, হাসপাতাল, ক্লিনিক -এর এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে ত্রিশ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবে;

(খ) যদি এইরুপ অভিমত পোষণ করে যে, স্টান্ডার্ড কমিটি নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য কাউন্সিল আবেদনকারীকে ২ (দুই) মাস সময় প্রদান করিবে।

বাছাই কমিটি ১৪। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল, ভাইস চেয়ারম্যান ধারা ৫(১) এর দফা (ঙ)-(ছ) এর অধীন মনোনীত সদস্যের মধ্য হইতে একজন সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করিবে ।

এ্যাক্রোডিটেশন সনদের মেয়াদ ও নবায়ন ১৫। (১) ধারা ১৪ এর অধীন প্রদত্ত এ্যাক্রেডিটেশন সনদের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর।

(২) উপ-ধারা(১) এ বর্ণিত এ্যাক্রেডিটেশন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার নব্বই দিন পূর্বে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ নবায়নের নির্ধারিত ফিসসহ নবায়নের জন্য কাউন্সিলের নিকট প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২), (৩) এবং ধারা ১৪ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

এ্যাক্রোডিটেশন ফিস ইত্যাদি ১৬। কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা, এ্যাক্রেডিটেশন ফিস এবং নবায়ন ফিসের হার নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারন করিতে পারিবে।

এ্যাক্রোডিটেশন সনদ সংরক্ষন ও প্রদর্শন ১৭। ধারা ১৪ এর অধীন প্রদত্ত প্রতিটি এ্যাক্রেডিটেশন সনদ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

এ্যাক্রোডিটেশন মার্ক ব্যবহার ও উহার সময়সীমা ১৮। (১) ধারা ১৪ এর অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা , প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক এ্যাক্রোডিটেশন মার্ক ব্যবহার করিতে হইবে।

এ্যাক্রোডিটেশন মার্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ১৯। (১) ধারা ১৪ এর অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্তি ব্যাতিরেকে প্রতিষ্ঠান এর পক্ষে, কোন পেটেন্ট ট্রেডমার্কে বা ডিজাইনে কিংবা বিজ্ঞাপনে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এ্যাক্রোডিটেশন মার্ক অথবা উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন মার্কের প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সনদের শর্তাবলী প্রতিপালন ব্যতীত কোন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও মেডিকলে কলেজ, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তি সংশ্লিষ্ট এ্যাক্রেডিটেশন মার্ক বা উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন কোন মার্কের প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

কতিপয় নির্দিষ্ঠ নাম ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ২০। (১) উপ-ধারা (২) এ বর্নিত শর্ত সাপেক্ষে কোন ব্যাক্তি এই আইনের অধীন কাউন্সিলের জন্য প্রদত্ত কোন নাম বা উহার এক্রোনিম ব্যবহার করিয়া কোন কার্যক্রম, ব্যবসা, বানিজ্য বা পেশা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) কাউন্সিলের লিখিত অনুমোদন ব্যাতিরেকে-

(ক) **Trade Marks Act, 2009 (Act No. XIX of 2009)** এর অধীনে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না ইহয়া থাকিলে কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত কোন ট্রেড মার্ক, ডিভাইস, ব্র্যান্ড, হেডিং, লেবেল , টিকেট, সচিত্র উপস্থাপনা, নাম, স্বাক্ষর, অক্ষর, সংখ্যা অথবা নাম বা নামের এক্রোনিমের শব্দ সমন্বয়ে গঠিত কোন স্বাক্ষর, অক্ষর, সংখ্যা অথবা এইসবের যুক্ততা **Trade Marks Act, 2009 (Act No. XIX of 2009)** এর অধীনে নিবন্ধন করা যাইবে না এবং

(খ) ধারা ১৪ এর অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তি ব্যাতিরেকে কোন ব্যাক্তি বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন শব্দসম্বলিত মার্কের অথবা ধারা ১৪ এর অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত হইয়াছে এমন ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দের বর্ননার আওতায় কোন সেবা বা সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যাক্তি এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে কোন কার্যক্রম, ব্যবসা, বানিজ্য বা পেশা অথবা উপ-ধারা (২) (ক) তে উল্লিখিত কোন নামে নিবন্ধিত থাকিলে উক্ত উপ-ধারা (২) এর শর্তাদি নির্বিশেষে কার্যক্রম, ব্যবসা, বানিজ্য বা পেশা চালাইয়া যাইতে কিংবা উক্ত নামে নিবন্ধিত থাকিতে পারিব।

কাউন্সিলের যুক্তকরণ **২১।** কোন ইন্সট্রুমেন্টে কাউন্সিলের সীল যুক্ত করিবার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি এবং প্রত্যয়ন প্রয়োজন হইবে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, ইত্যাদি ২২। (১)কাউন্সিল প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক আবেদনকারী সনদ প্রাপ্তির জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বস্তু বা বিষয়ের নমুনা এবং তথ্যাবলী কাউন্সিলকে প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক আবেদনকারী কাউন্সিল কর্মকর্তাকৈ নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য থাকেবে ।

এ্যাক্রোডিটেশন সনদ বাতিল ২৩। ধারা ১৪ এর অধীনে এ্যাক্রোডিটেশন সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালায় উল্লিখিত শর্তাবলী বা নির্ণায়কসমূহ লঙ্ঘন করিলে বা প্রতিপালন করিতেছে না মর্মে কাউন্সিলের নিকট প্রতীয়মান হইলে, যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে, কাউন্সিল প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী, এ্যাক্রেডিটেশন সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, ইত্যাদি ২৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী পরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ বা সংক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরুপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের নব্বই দিনের মধ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস পরিশোধ সাপেক্ষে প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্য-

(ক) আদেশটি যদি নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট; এবং

(খ) আদেশটি যদি কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চেয়ারম্যানের নিকট, আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীলের ক্ষেত্রে অনধিক নববই দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিকে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তথ্যের গোপনীয়তা ২৫। কাউন্সিলের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অ্যাসেসর কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন বিবরণ বা সরবরাহকৃত তথ্যাবলী বা সাক্ষ্য-প্রমাণ বা পরিদর্শন রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত যে কোন তথ্য গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে কোন মামলার কারণে কোন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান কার্যকর হইবে না"।

চতুর্থ অধ্যায়
কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অ্যাসেসর নিয়োগ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২৬। (১) কাউন্সিলে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন।

(২) কাউন্সিল চিকিৎসাসেবা পেশায় সনামধন্য অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে প্রধান নির্বাহী হিসাবে নিয়োগ দেবেন।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে, কিংবা অনুপস্থিতে, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান নির্বাহী তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান নির্বাহী পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যাক্তি প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) প্রধান নির্বাহী কাউন্সিলের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি
(ক) কাউন্সিল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
(খ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যসম্পাদন করিবেন;
(গ) কাউন্সিল প্রশাসন পরিচালনা করিবেন; এবং
(ঘ)তাহার সামগ্রীক কর্মকান্ডের জন্য কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ২৭। কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অ্যাসেসর নিয়োগ ২৮। (১) কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, চুক্তির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাসেসর নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের যোগ্যতা, সম্মানী ও অন্যান্য শর্তাদি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) অ্যাসেসরদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) কোন প্রতিষ্ঠান এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের লক্ষ্য উহার কর্মকান্ড পরিদর্শন ও কাউন্সিলের নিকট উহার প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(খ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন ।

পঞ্চম অধ্যায়
তহাবিল ও বার্ষিক বাজেট বিবরণী, ইত্যাদি

তহবিল ২৯। (১) কাউন্সিল কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক মঞ্জুরী;
(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা: এবং
(ঙ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও কাউন্সিলের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) তহবিলের অর্থ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে, কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং ব্যাংক হইতে উক্ত অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ কাউন্সিল প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ করিবে।

(৫) তহবিল হইতে কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

বার্ষিক বাজেট বিবরণী ৩০। (১) কাউন্সিল প্রতি বৎসর সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কাউন্সিল কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

(১) উক্তরুপ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরন করিতে হইবে।

হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ৩১। (১) কাউন্সিল যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(১) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাউন্সিলের প্রতি বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কাউন্সিলের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

কাউন্সিলের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ৩২। **(১)** প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী একমাসের মধ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাউন্সিলের পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি

প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট দাখিল করিবে এবং প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজন মত কাউন্সিলের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী চাহিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা ৩৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল, বাণিজ্যিক ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশী সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩(১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

চুক্তি ৩৪। কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ৩৫। কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে প্রতিষ্ঠানের এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহন ৩৬। সরকার কিংবা কাউন্সিল কর্তৃক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক আনীত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ বিচার ইত্যাদি ৩৭। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

দন্ড ৩৮। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৯, ধারা ২০, ধারা ২১ ও ধারা ২২ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনুরুপ লংঘনের জন্য অনূর্ধব তিন মাস কারাদন্ড বা অন্যুন বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল ৩৯। এই আইনের অধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন দায়রা আদালতে আপীল করা যাইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ ৪০। এই আইনের বিধানবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষ, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

অপরাধের আমল অযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা ৪১। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমল যোগ্য (cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

বাজেয়াপ্তকরণ ৪২। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন দোষী সাবস্ত এবং দন্ডপ্রাপ্ত হইলে আদালত যেই পণ্য এবং যন্ত্রপাতির সম্পৃক্ততায় অপরাধটি সংগঠিত হইয়াছে তাহার সমুদয় বা কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সমুদয় পণ্য এবং যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ আদালতের নির্দেশিত পন্থায় নিস্পত্তি করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

ক্ষমতা অর্পণ ৪৩। কাউন্সিল উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে তথ্যকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ ৪৪। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কাউন্সিলের কোন সদস্য, প্রধান নির্বাহী বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী, অথবা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা সরকার বা কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট অথবা সরকারের বা কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট বা কার্যধারার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

বিধি-প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ৪৫। কাউন্সিল,এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ ৪৬। এই আইন কার্যকরী হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।